প্রস্তাবিত বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০০.....এর বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে প্রতিবেদন

ভূমিকা

২০০৫ সালে স্মারক নং আক/বিবিধ/৭(অংশ-৩)/৯৯ তারিখ ২৬/০২/২০০৫ আইন কমিশন ইংরেজীতে ভূমিকাসহ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের একটি খসড়া প্রেরণ করিয়াছিলেন। অতঃপর আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় স্মারক নং আইন-অনুবাদ-১৩/০৭/-৩৬৫ লেঃপ্রঃ তারিখ ০৩/০৭/০৭ ইং-এ আইন কমিশনে ইংরেজীতে প্রস্তুতকৃত আইনটির একটি বঙ্গানুবাদ করার অনুরোধ জানাইয়া পত্র প্রেরণ করেন। ঐ পত্রের সহিত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বহিরাগমন শাখা-৩-এর স্মারক নং স্বঃমঃ (বহি-৩)/নথি-০২-২০০৫-১১৮৬ তারিখ ১২/০৬/২০০৭ ইং-এর একটি ফটোকপি সংযুক্ত করা হয়। সীমিত লোকবল সত্ত্বেও আইন কমিশন বঙ্গানুবাদটি সম্পন্ন করিতে পারিয়াছে।

উক্ত অনুবাদ করার সময় দেখা যায় যে আইন কমিশন কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ইংরেজী খসড়াটি স্থানে স্থানে পরিবর্তন করা হইয়াছে। এইরূপ পরিবর্তন স্বাভাবিক বলিয়া কমিশন মনে করেন, তবে কমিশনের অভিমত এই যে, উক্ত পরিবর্তনগুলির কিছু সংযোজন বিয়োজন প্রয়োজন। যেসব ক্ষেত্রে কমিশন সংযোজনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়াছেন সেইসব ক্ষেত্রে কমিশন কর্তৃক সুপারিশকৃত অংশটুকু bold ও underline করা হহয়াছে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সংশোধিত ইংরেজী খসড়াটি সম্পর্কে কমিশনের মতামত নিম্নরূপঃ

১। অধ্যায় ২-এ ধারা ৩(১) অনুযায়ী বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্ন ব্যক্তিকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে "গণ্য" করা হইয়াছে। ৩ ধারার (২) উপধারা অনুযায়ী একজন ব্যক্তি যিনি যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তিনি ধারা ৩-এর উপধারা (১)-এর অনুচ্ছেদ (গ) অনুযায়ী বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে গণ্য হইবেন। কমিশন ইহার সহিত "সরকার প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করিলে বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া বসবাসের তারিখ ও সাল উল্লেখপূর্বক অন্য কোন দেশকেও (২) উপধারার অন্তর্ভুক্ত করিতে পারিবেন।" সংযোজন করিয়াছেন। এই সংযোজনটির অর্থ এই যে কেবলমাত্র যুক্তরাজ্য নয়, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, অষ্ট্রেলিয়া এবং অন্যান্য আরও

বহু দেশে বাংলাদেশের নাগরিকরা ২৫শে মার্চ ১৯৭১ বা ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ ও তৎপরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন। স্বাধীনতা যুদ্ধে তাঁহাদের ভূমিকাও অবিসংবাদিত। তাঁহাদের প্রেরিত বৈদেশিক মুদ্রা বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি সিংহভাগ। সময়ের প্রয়োজনে যদি এইসব দেশে বসবাসরত ও বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন ও প্রেরণরত বাংলাদেশের নাগরিকদের নাগরিকত্ব কোনরকম আনুষ্ঠানিক দরখাস্ত বা প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ছাড়াই পূর্ণভাবে বহাল রাখিতে হয়, তাহা হইলে সরকারের হাতে এমন একটি ইচ্ছাধীন ক্ষমতা সময়ে সময়ে প্রয়োগ করার বিধান থাকা প্রয়োজন যাহাতে গেজেট প্রজ্ঞাপনের মারফত সরকার যুক্তরাজ্যে বসবাসরত ব্যক্তিদের ছাড়াও অন্যান্য দেশে বসবাসরত ব্যক্তিদেরকেও বসবাসের তারিখ ও সাল নির্ধারণ পূর্বক তাহাদের বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে ''গণ্য'' করিতে পারেন ও তাহাদের নাগরিকত্ব সম্পর্কে নিশ্চয়তাদান করিতে পারেন। সুপারিশকৃত এই অংশটুকু সংযোজিত না হইলে ৩ ধারার (২) উপধারা বারে বারে সংশোধন করিতে হইবে।

২। অধ্যায়-২ এর ১৫ ধারায় সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশের নাগরিকের অর্থ এবং অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে কেবলমাত্র জন্মসূত্রে নাগরিকদের বা উত্তরাধিকারক্রমে বর্তানো নাগরিকদের। ইহা অসাংবিধানিক ও অপ্রয়োজনীয় বলিয়া কমিশন মনে করেন। এইরূপ মতামতের কারণগুলি নিম্নে বর্ণনা করা হইল ঃ

সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬-এর (১) দফা অনুযায়ী ''বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে''। সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদে সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা বর্ণনা করা হইয়াছে। ৬৬ অনুচ্ছেদের (১) দফায় বলা হইয়াছে, ''কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক হইলে তিনি সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা অর্জন করিবেন।'' এই অনুচ্ছেদে ও দফায় নাগরিকদের ভিতর কোন বৈষম্য উল্লেখ করা হয় নাই। বরং ''নাগরিক'' (citizen) কথাটির ''অর্থ'' (means) সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বলা হইয়াছে, ""নাগরিক'' অর্থ নাগরিকত্ব-সম্পর্কিত আইনানুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক।"" অর্থাৎ ''নাগরিক'' হইলেই সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের সুবিধা ভোগ করা যাইবে। এইরূপ সাংবিধানিক অধিকার সংকুচিত ও ক্ষুণ্ন করিতে গেলে সংবিধানের সংশোধন প্রয়োজন বলিয়া কমিশন মনে করেন। প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব আইনে ৭ রকম নাগরিকের বিধান রাখা হইয়াছে ঃ (১) যাহারা legal fiction বা আইনের রূপকথায় নাগরিক বলিয়া "গণ্য" (deemed to be) হইবেন (ধারা ৩(১)) (২)

জন্মসূত্রে নাগরিক (ধারা ৪) (৩) উত্তরাধিকারক্রমে বর্তানো নাগরিক (ধারা ৫) (৪) নিবন্ধনসূত্রে নাগরিক (ধারা ৭) (৫) দেশীয়করণসূত্রে নাগরিক (ধারা ৮) (৬) বৈবাহিকসূত্রে নাগরিক (ধারা ৯) এবং (৭) ভূখন্ড সংযোজনের মাধ্যমে নাগরিক (ধারা ১৩)। জন্মসূত্রে নাগরিক ও উত্তরাধিকারসূত্রে বর্তানো নাগরিক ছাড়া আর কেহই সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য হইবেন না, এইরূপ বৈষম্য কোন কারণে, কিসের ভিত্তিতে এবং কোন যুক্তিতে করা হইল তাহার কোন ব্যাখ্যা কোথাও নাই। সংবিধানের ৬ অনুচ্ছেদের (১) দফায় বাংলাদেশের নাগরিকত্ব আইনের দ্বারা নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হইবে এবং প্রস্তাবিত খসড়াটিতে একটি আইন দ্বারাই নাগরিকত্ব নির্ধারণ এবং নিয়ন্ত্রণও করা হইয়াছে। ধারা ৩ ও ৪-এ বিভিন্ন তারিখ নির্ধারণ এবং ধারা ৫-১২ পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণের উদাহরণ। কিন্তু প্রস্তাবিত ১৫ ধারায় নাগরিকত্ব নির্ধারণ করা হয় নাই এবং নাগরিকত্ব নিয়ন্ত্রণও করা হয় নাই। যাহা করা হইয়াছে তাহা হইল সংবিধানের ৬৬ অনুচ্ছেদের (১) দফার নিয়ন্ত্রণ। সংবিধানের কোন ধারা সাধারণ আইন দ্বারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংকোচন ও প্রসার করা যায় না। নাগরিকত্ব আইন সংসদে গৃহীত হইলে উক্ত আইনের আলোকে সংসদ যদি মনে করেন যে সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা কেবলমাত্র জন্মসূত্রে নাগরিক বা উত্তরাধিকারক্রমে বর্তানো নাগরিকদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন, তাহা হইলে সংবিধান সংশোধন করিয়া সংসদকে ৬৬ অনুচ্ছেদের (১) দফায় ও ১৫২ অনুচ্ছেদে নাগরিকের সংজ্ঞায় এইরূপ পরিবর্তন আনিতে হইবে। প্রস্তাবিত নাগরিকত্ব আইনের ১৫ ধারার দ্বারা একটি শাসনতান্ত্রিক বিধানকে সংকুচিত করা হইয়াছে। কমিশনের বিবেচনায় ইহা অশাসনতান্ত্রিক। অতএব, প্রস্তাবিত ১৫ ধারাটি একেবারেই বিলোপ করিলে একটি সম্ভাব্য আইনী চ্যালেঞ্জের হাত হইতে প্রস্তাবিত আইনটি রক্ষা করা যায়।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে প্রস্তাবিত আইনের ৩ ধারাটি পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের নাগরিকদের অধিকাংশই legal fiction বা আইনী রূপকথার মারফত বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে "গণ্য" (deemed to be) হইবেন। যাহারা ২৫শে মার্চ ১৯৭১ বা ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ হইতে রাজনীতি করেন এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বে আছেন তাহাদের শতকরা ৯০ ভাগ এইরূপভাবে "গণ্য নাগরিক"। ইঁহারা সংসদে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা হারাইলে ১৫ ধারাটি একটি রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হইতে পারে বলিয়া কমিশনের আশংকা।

সুপারিশ

উপরোল্লিখিত আলোচনার প্রেক্ষিতে আমরা সুপারিশ করি যে ৩ ধারার (২) উপধারার সংযোজনীসহ এবং ১৫ ধারার সম্পূর্ণ বিলুপ্তিসহ বঙ্গানুবাদটি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ করার উদ্দেশ্যে আইনে পরিণত করা হউক।

সুবিধার জন্য এবং তাৎক্ষণিক পাঠের জন্য আমরা ঐ বঙ্গানুবাদটি সংযুক্তি "ক" হিসাবে সংযোজন করিলাম।

(ডঃ এম, এনামুল হক)
সদস্য-২

(বিচারপতি মোঃ সিরাজুল ইসলাম)
সদস্য-১

(বিচারপতি মোস্তাফা কামাল)
চেয়ারম্যান

বাংলাদেশের নাগরিকত্ব সংক্রান্ত একটি নতুন আইন বিধিবদ্ধকরণের নিমিত্তে প্রস্তাবিত বিল।

প্রস্তাবনা

যেহেতু বাংলাদেশের নাগরিকত্বের সাথে সংশ্লিষ্ট আইনসমূহের একত্রীকরণ এবং বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন, সমাপ্তি ও ত্যাগ সম্পর্কিত একটি পূর্ণাঙ্গ নতুন আইন প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়।

অতএব এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইলঃ

অধ্যায়-১
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রস্তাবনা। (১) এই আইন বাংলাদেশ নাগরিকত্ব আইন, ২০০..... নামে অভিহিত হইবে।

(২) অত্র আইনের ২১ ধারা অবিলম্বে কার্যকর হইবে এবং অত্র আইনের অন্যান্য ধারা সমূহ ২১ ধারার অধীনে বিধি প্রণীত হইয়া বাংলাদেশ গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হওয়ার তারিখ হইতে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা সমূহ। অত্র আইনের বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে এই আইনে—

(ক) 'বিদেশী' অর্থ বাংলাদেশের নাগরিক নহে এমন ব্যক্তি। ইহার ভিতর এমন ব্যক্তিও অন্তর্ভুক্ত হইবেন যিনি ১৯৭২ সালের ১৫ ডিসেম্বর তারিখ কার্যকর কোন আইনের দ্বারা বা অধীনে নাগরিক হওয়ার যোগ্য ছিলেন না।

(খ) 'নাগরিক' অর্থ অত্র আইন অনুযায়ী যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক।

(গ) 'অবিভক্ত ভারত' অর্থ আদি আইনে প্রণীত ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের অধীনে সংজ্ঞায়িত ভারত।

(ঘ) 'সচরাচর বসবাসকারী' অর্থ সেই ব্যক্তি যিনি সচরাচর বাংলাদেশে একটি ঘোষিত ঠিকানায় বসবাস করেন এবং সচরাচর বাংলাদেশে জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজ করেন।

(ঙ) 'নির্ধারিত' অর্থ অত্র আইনের অধীনে প্রণীত বিধি দ্বারা নির্ধারিত ।

(চ) 'ব্যক্তি', অত্র আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, আঠারো বৎসরের অনধিক যে কোন নাবালক এবং অন্যান্য অকৃত্রিম ব্যক্তিগণ অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু, নিবন্ধনকৃত হউক বা না হউক, কোন কোম্পানী বা সঙ্ঘ বা ব্যক্তিবর্গের সমষ্টি অন্তর্গত হইবে না।

অধ্যায়-২

নাগরিকত্ব অর্জন

৩। নাগরিকত্বের সূচনা বা আরম্ভ। (১) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ যে ব্যক্তি—

(ক) বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা

(খ) যাহার পিতা অথবা মাতা বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক সীমারেখার ভিতর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, অথবা

(গ) ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ বা তৎপূর্বে বাংলাদেশের বর্তমান ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেন এবং ১৫ ডিসেম্বর ১৯৭২ বা তৎপরবর্তীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতেছেন।

তিনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে গণ্য হইবেন।

(২) ধারা ৩-এর উপধারা (১)-এর অনুচ্ছেদ (গ)-এর বিধান মতে একজন ব্যক্তি যিনি যুক্তরাজ্যে বসবাসরত তিনি বাংলাদেশের স্থায়ী বাসিন্দা হিসাবে গণ্য হইবেন। **সরকার প্রয়োজন ও সমীচীন মনে করিলে বাংলাদেশ গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া বসবাসের তারিখ ও সাল উল্লেখপূর্বক অন্য কোন দেশকেও (২) উপধারার অন্তর্ভুক্ত করিতে পরিবেন।**

৪। জন্মসূত্রে নাগরিকত্ব। (১) উপধারা (২)-এ বর্ণিত বিধানাবলী সাপেক্ষে ২৫ মার্চ ১৯৭১-এর পর যিনি বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমারেখার মধ্যে অথবা বাংলাদেশে রেজিষ্ট্রিকৃত এবং বাংলাদেশের যে কোনো নাগরিকের বা বাংলাদেশে নিবন্ধনকৃত যে কোন আইনি ব্যক্তির মালিকানাধীন যান, নৌযান বা উড়োজাহাজে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন তিনি জন্মসূত্রে বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন;

(২) এই ধারার উপধারা (১)-এর বিধান মতে এমন কোন ব্যক্তি জন্মসূত্রে নাগরিক হইবেন না যাহার জন্মের সময় তাহার পিতা বা মাতা এমন ব্যক্তি হন যাহাকে সুবিধাদি ও কূটনৈতিক দায়মুক্তিসহ এমন দায়মুক্তি দেওয়া হইয়াছে যাহা কোন কূটনৈতিক বা কনসুলার অফিসারকে বা তার সমতুল্য একটি সার্বভৌম বিদেশী রাষ্ট্র, বা স্বীকৃত কোন ভূখন্ড বা কোন সংস্থার সরকারী পরিচয়পত্রসহ বাংলাদেশে নিযুক্ত দূতকে দেওয়া হইয়া থাকে এবং যে ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিক নহেন।

৫। উত্তরাধিকাক্রমে বর্তানো নাগরিকত্ব। কোন ব্যক্তি ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চে বা তৎপরবর্তীতে বাংলাদেশের বাহিরে জন্মগ্রহণ করিলে উত্তরাধিকারক্রমে বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন, যদি তাহার পিতা-মাতার কেহ তাহার জন্মের সময় বাংলাদেশের নাগরিক হন;

তবে শর্ত থাকে যে এইরূপ ব্যক্তির জন্মের দুই মাসের মধ্যে ঐদেশে অবস্থিত অথবা নিকটবর্তী দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাস বা হাইকমিশন বা কনসুলেট বা মিশনে তাহার জন্ম নিবন্ধন করিতে হইবে।

৬। দ্বৈত নাগরিকত্ব। (১) উপধারা (২)-এ বর্ণিত ব্যক্তিক্রম ব্যতিরেকে বাংলাদেশ কর্তৃক স্বীকৃত নয় এইরূপ কোন রাষ্ট্র বা ভূখন্ড ব্যতীত অন্য কোন রাষ্ট্র বা ভূখন্ডের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে বাংলাদেশের কোন নাগরিক নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব বহাল রাখিতে পারিবেন।

(২) নিবন্ধন সূত্রে বা দেশীয়করণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জন করিলে উক্ত ব্যক্তি উপধারা (১)-এ বর্ণিত সুবিধা একেবারেই পাইবার অধিকারী হইবেন না।

৭। নিবন্ধন সূত্রে নাগরিকত্ব। (১) কোন ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্যে সরকার বরাবর দাখিলীয় দরখাস্ত বিবেচনায় যদি দরখাস্তকারীর পিতা অথবা মাতা বা পিতা অথবা মাতার পিতামহ বা পিতামহী অবিভক্ত ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন ও দরখাস্তকারী বাংলাদেশে সচরাচর বসবাস করেন এবং ঐ দরখাস্ত দাখিলের অব্যবহিত পূর্বে কমপক্ষে পাঁচ বৎসর বাংলাদেশে বসবাস করিয়াছেন এবং স্থায়ী নিবাসের সনদপত্র অর্জন করিয়াছেন, তাহা হইলে সরকার তাহাকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধন করিতে পারেন;

তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধন সূত্রে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব অর্জনের জন্য দরখাস্তকারীকে সরকারের নিকট উপযুক্ত কারণ দর্শাইলে সরকার তাহাকে স্থায়ী নিবাসের সনদপত্র দাখিলের দায় হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারেন।

(২) সরকার যে কোন রাষ্ট্র বা বৈদেশিক ভূখন্ডের নাগরিককে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারেন।

৮। **দেশীয়করণের মাধ্যমে নাগরিকত্ব অর্জন।** দেশীয়করণ আইন, ১৯২৬-এর অধীনে যে ব্যক্তিকে দেশীয়করণের সনদপত্র দেওয়া হইয়াছে, সেইরূপ পূর্ণবয়স্ক এবং আইনি যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি

নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরকারের নিকট আবেদন করিলে সরকার তাহাকে দেশীয়করণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধন করিতে পারেন;

(ক) তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ দরখাস্তকারীকে বাংলাদেশে বৈধ বসবাসকারী হইতে হইবে এবং

আরও শর্ত থাকে যে, সরকার যে কোন ব্যক্তিকে পূর্ব বর্ণিত মতে দেশীয়করণের সনদপত্র প্রদানের শর্ত হইতে অব্যাহতি প্রদান পুর্বক বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধন করিতে পারেন;

(খ) তবে শর্ত থাকে যে, যদি দরখাস্তকারী সরকারের অভিমতে বিজ্ঞান, দর্শন, সংস্কৃতি, সাহিত্য, বিশ্বশান্তি বা সার্বিক মানব উন্নয়নমূলক আদর্শে উল্লেখযোগ্য অসাধারণ অবদান রাখিয়াছেন তাহা হইলে সরকার তাহাকে দেশীয়করণ সনদপত্র প্রদানের পূর্বশর্ত প্রয়োগ না করিয়া বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধন করিয়া লইতে পারেন;

(গ) তবে শর্ত থাকে যে, বর্তমানে বলবৎযোগ্য অন্য আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন যদি কোন বিদেশী ব্যক্তি বৈদেশিক মুদ্রায় বা বৈদেশিক মূলধন যন্ত্রপাতি বা উভয় প্রকারেই বাংলাদেশে বিনিয়োগ করেন বা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশের কোন কোম্পানিতে বিনিয়োগ করেন এবং এতদুদ্দেশ্যে বাংলাদেশে কিছু সময় বা কিছু সময়কাল ধরিয়া অবস্থান করেন এবং যথাসময়ে বাংলাদেশে একটি স্থায়ী ঠিকানা অর্জন করেন, তাহা হইলে তিনি এই ধারার অধীনে একটি দরখাস্ত করার অধিকারী হইবেন এবং এই ধারার অধীনে নাগরিকত্ব প্রদান না করা পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশের একজন সচরাচর অধিবাসী হইবেন।

৯। বৈবাহিক সূত্রে নাগরিকত্ব। যদি বাংলাদেশের কোন নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রী বাংলাদেশের নাগরিক নহেন তাহা হইলে উক্ত স্বামী বা স্ত্রী নিরবচ্ছিন্নভাবে বাংলাদেশে দুই বৎসর সচরাচর বসবাস সম্পন্ন করার পর সরকার বরাবর নির্ধারিত পদ্ধতিতে দরখাস্ত করিলে সরকার তাহাকে বাংলাদেশের নাগরিকত্ব প্রদান করিতে পারেন।

১০। নিবন্ধন এবং দেশীয়করণের মাধ্যমে অর্জিত নিবন্ধনের তারিখ হইতে কার্যকর হইবে। নিবন্ধন বা দেশীয়করণের মাধ্যমে বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত ব্যক্তি নিবন্ধনের তারিখ হইতে বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন।

১১। নিবন্ধন বহি। যাহাদেরকে নিবন্ধন বা দেশীয়করণ সূত্রে বা বৈবাহিক সূত্রে নাগরিকত্ব প্রদান করা হয় তাহাদের জন্য নির্ধারিত ফরমে একটি নিবন্ধন বহি রাখিতে ও সংরক্ষিত করিতে হইবে।

১২। নিবন্ধনের সনদপত্র। ধারা ৭ বা ৮ বা ৯-এর অধীনে যিনি বাংলাদেশের নাগরিক হিসাবে নিবন্ধিত হন সরকার তাহাকে নির্ধারিত ফরমে নিবন্ধনের সনদপত্র প্রদান করিবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধারার অধীনে কোন ব্যক্তিকে নিবন্ধনের সনদপত্র ইস্যু করা হইবেনা, যদিনা ঐ ব্যক্তির দাখিলীয় দরখাস্তের সহিত বাংলাদেশের একজন ম্যাজিষ্ট্রেট বা নোটারী পাবলিকের সম্মুখে শপথকৃত এমন একটি হলফনামা সংযুক্ত না থাকে, যাহাতে বাংলাদেশ ও গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য সশ্রদ্ধচিত্তে সত্যায়ন ও ঘোষণা থাকে।

১৩। ভূখন্ড সংযোজনের মাধ্যমে অর্জিত নাগরিকত্ব। যদি কোন ভূখন্ড বাংলাদেশের অংশ হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয় তাহা হইলে সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপিত আদেশদ্বারা সুনির্দিষ্টভাবে সেই সকল ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট করিয়া দিতে পারেন যাহারা উক্ত ভূখন্ডের সহিত সম্পৃক্ত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন এবং আদেশে নির্দিষ্টভাবে উল্লিখিত তারিখ হইতে ঐ সকল ব্যক্তিরা বাংলাদেশের নাগরিক হইবেন।

১৪। সংশয়ের ক্ষেত্রে প্রদত্ত নাগরিকের সনদপত্র। আইনগত প্রশ্নে বা ঘটনাগত প্রশ্নে যখন কোন ব্যক্তির নাগরিকত্ব সম্পর্কে একটি সংশয় দেখা দেয় তখন ঐ ব্যক্তি এতদুদ্দেশ্যে সরকারের নিকট দরখাস্ত করিলে সরকার এই মর্মে তাহাকে একটি সনদপত্র প্রদান করিতে পারেন যে সনদপত্রে উল্লিখিত তারিখ হইতে তিনি বাংলাদেশের নাগরিক এবং এই ধারার অধীনে অনুরূপ সনদপত্র দেওয়া হইলে উহা এই বিষয়ের উপর চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে যে ঐ ব্যক্তি সনদপত্রে উল্লিখিত তারিখ হইতে

বাংলাদেশের নাগরিক ছিলেন, যদি না ইহা প্রমাণিত হয় যে সনদপত্রটি প্রতারণা, মিথ্যা বর্ণনা বা কোন আবশ্যকীয় সংশ্লিষ্ট তথ্য গোপন করিয়া অর্জিত হইয়াছে।

১৫। সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৬৬-এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বাংলাদেশের নাগরিকের অর্থ এবং অন্তর্ভুক্ত জন্মসূত্রে একজন নাগরিক বা উত্তরাধিকারক্রমে বর্তানো নাগরিক।

অধ্যায়-৩

নাগরিকত্ব হারানো

১৬। নাগরিকত্ব বর্জন। (১) যদি বাংলাদেশের কোন পূর্ণবয়স্ক এবং সুস্থমস্তিস্ক সম্পন্ন নাগরিক প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের সম্মুখে শপথ করিয়া হলফনামার দ্বারা বাংলাদেশে তাহার নাগরিকত্ব বর্জন করেন তাহা হইলে উক্তরূপ সম্পাদিত ঘোষণাটি সরকার নিবন্ধন করিবেন এবং এইরূপ বর্জনের হলফনামার সারাংশটুকু বহির্গমন ও পাসপোর্ট পরিদপ্তরে সংরক্ষিত একটি নিবন্ধন বহিতে অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং এইরূপ অন্তর্ভুক্তির বিষয় বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশিত হওয়ার পর উক্ত ব্যক্তির বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার পরিসমাপ্তি ঘটিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, যদি এতদরূপ কোন ঘোষণা এবং তৎপরবর্তীতে কোন অন্তর্ভুক্তি হওয়ার সময় বাংলাদেশ কোন যুদ্ধে লিপ্ত থাকে, তাহা হইলে ভিন্নরূপ নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত উক্তরূপ ঘোষণার নিবন্ধন স্থগিত থাকিবে;

আরও শর্ত থাকে যে, অত্র আইনের ১২ ধারার অধীনে যদি উক্ত ব্যক্তির কাছে কোন নিবন্ধনের সনদপত্র থাকে, তাহা হইলে প্রাসঙ্গিক নিবন্ধন বহিতে তাহার নাগরিকত্ব বর্জনের ঘোষণা অন্তর্ভুক্ত হইবার আগেই তাহাকে ঐ সনদপত্রটি উক্ত পরিদপ্তরে সমর্পণ করিতে হইবে।

(২) উপধারা (১)-এর বিধান মতে যদি কোন ব্যক্তির বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার অবসান ঘটে, তাহা হইলে তাহার প্রত্যেকটি নাবালক সন্তানের বাংলাদেশের নাগরিক হওয়ার অবসান ঘটিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন নাবালক সাবালকত্ব অর্জনের এক বছরের মধ্যে সরকার বরাবরে বাংলাদেশে তাহার নাগরিকত্ব পুনর্বহালের ঘোষণা দিতে পারেন এবং উহার পর তাহার বাংলাদেশের নাগরিকত্ব পুনর্বহাল হইবে।

(৩) এই ধারার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, কোন মহিলা, যিনি বিবাহিত বা বিবাহিত ছিলেন, তিনি পূর্ণবয়স্ক বলিয়া গণ্য হইবেন।

১৭। নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিতকরণ। (১) বাংলাদেশের কোন নাগরিক যিনি নিবন্ধনসূত্রে বা দেশীয়করণসূত্রে নাগরিকত্ব অর্জন করিয়াছেন তাহার নাগরিকত্বের পরিসমাপ্তি ঘটিবে যদি উপধারা (২) বা (৩) বা উভয় ধারার সরকারী আদেশমূলে তাহাকে উক্তরূপ নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত করা হয়।

(২) এই ধারার উল্লিখিত বিধান অনুসারে সরকার আদেশমূলে দেশীয়করণসূত্রে বা নিবন্ধনসূত্রে অর্জিত ব্যক্তিকে তাহার নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারিবেন যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, দেশীয়করণ আইন ১৯২৬-এর অধীনে তিনি তাহার স্থায়ী নিবাসের সনদপত্র বা দেশীয়করণ সনদপত্র প্রতারণা, মিথ্যা বর্ণনা বা কোন আবশ্যকীয় সংশ্লিষ্ট তথ্য গোপন করিয়া অর্জন করিয়াছেন বা তাহার দেশীয়করণ সনদপত্র বাতিল করা হইয়াছে।

(৩) এই ধারায় উল্লিখিত বিধান অনুসারে সরকার লিখিত আদেশমূলে দেশীয়করণসূত্রে বা নিবন্ধনসূত্রে অর্জিত বাংলাদেশের নাগরিককে তাহার নাগরিকত্ব হইতে বঞ্চিত করিতে পারেন যদি সরকার এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে উক্ত নাগরিক—

(ক) তাহার কোন কাজে বা কথায় বা আচরণে বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব বা বাংলাদেশের সংবিধানের প্রতি আনুগত্যহীনতা বা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন বা তিনি কোন আদালতে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছেন; বা

(খ) কোন যুদ্ধকালীন সময়ে যাহাতে বাংলাদেশ লিপ্ত আছে বা ছিল তিনি শত্রুর সহিত বেআইনীভাবে ব্যবসা করিয়াছিলেন বা যোগাযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন অথবা এমন কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত ছিলেন যাহা তাহার জ্ঞাতসারে এমনরূপে পরিচালিত হইতেছিল যাহা ঐ যুদ্ধে শত্রুকে সাহায্যে করিয়াছে; বা

(গ) তাহার নিবন্ধন বা দেশীয়করণের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে যে কোন দেশে দুই বৎসরের অধিক মেয়াদে কারাদন্ডের সাজাপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

(৪) এই ধারার অধীনে একটি আদেশ প্রদানের পূর্বে যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে উক্ত আদেশ প্রদানের প্রস্তাব রহিয়াছে তাহাকে সরকার লিখিতভাবে প্রদান করিবেন একটি নোটিশ যাহাতে প্রস্তাবিত আদেশ প্রদানের কারণসমূহ তাহাকে জানাইতে হইবে এবং কেন তাহার বিরুদ্ধে প্রস্তাবিত আদেশ প্রদান করা হইবে না তৎমর্মে কারণ দর্শানোর নির্দেশ থাকিবে।

(৫) যদি এই প্রস্তাবিত আদেশটি এই ধারার উপধারা (২) বা (৩)-এর অধীনে যে কোন কারণের ভিত্তিতে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে প্রদান করিতে হয় এবং উক্ত ব্যক্তি নির্ধারিত পদ্ধতিতে তদন্ত দাবী করিয়া দরখাস্ত করেন, তবে সরকার অবশ্যই এবং অন্য যে কোন ক্ষেত্রে সরকার চাহিলে বিষয়টি প্রেরণ করিতে পারিবেন একটি তদন্ত কমিটির নিকট যাহাতে এমন একজন চেয়ারম্যান রহিবেন যিনি কমপক্ষে দশ বৎসর বিচারিক পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন এবং যাহার অপর দুইজন সদস্য সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে নিযুক্ত হইবেন।

(৬) এইরূপ দাখিলকরণের পর তদন্ত কমিটিকে অবশ্যই ন্যায়ানুগভাবে তদন্তটি সংঘটন করিতে হইবে এবং সরকারের নিকট তদন্তের একটি প্রতিবেদন দাখিল করিবেন যাহার দ্বারা এই ধারার অধীনে কোন আদেশ প্রদানের সময় সরকার সচরাচর পরিচালিত হইবেন।

১৮। বাংলাদেশের বাহিরে পাঁচ বৎসরকাল অবস্থান। যে ব্যক্তি নিবন্ধনসূত্রে বা দেশীয়করণসূত্রে নাগরিক তিনি আর বাংলাদেশের নাগরিক রহিবেন না যদি তিনি পর পর পাঁচ বৎসর বা তার অধিককাল বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন। উক্ত সময়কালের ভিতর বাদ যাইবে সেই সময় যখন উক্ত ব্যক্তি—

(ক) প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তা হিসাবে বিদেশে কর্মরত থাকেন; বা

(খ) বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে বিদেশে অবস্থান করেন; বা

(গ) এই ধারার (ক) এবং (খ) অনুচ্ছেদে বর্ণিত যে কোন কর্মে বিদেশে অবস্থানরত বাংলাদেশের একজন নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রী বা নাবালক সন্তান হিসাবে উক্ত নাগরিকের সহিত বিদেশে অবস্থান করেন; বা

(ঘ) অবকাশ যাপন বা স্বাস্থ্যগত কারণে বিদেশে অবস্থান করেন; বা

(ঙ) বিদেশে অবস্থিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ছাত্র থাকেন; বা

(চ) নাগরিক হিসাবে গণ্য বা জন্মসূত্রে নাগরিক এইরূপ একজন বাংলাদেশের নাগরিকের স্বামী বা স্ত্রীর সহিত বিদেশে অবস্থান করেন; বা

(ছ) সরকারের পূর্ব অনুমতিক্রমে বিদেশে অবস্থান করেন।

অধ্যায়-৪

বিবিধ

১৯। ক্ষমতা অর্পণ। এই আইনের ১৬ ধারা এবং ২১ ধারা ব্যতীত অন্যান্য যে কোন ধারায় সরকারকে প্রদত্ত যে কোন ক্ষমতা সরকার সরকারী গেজেটে একটি আদেশ প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট পরিস্থিতিতে এবং শর্তে প্রজ্ঞাপনে নির্দিষ্ট কর্তা বা আধিকারিককে প্রয়োগ করিতে দিতে বা ব্যবহার করিতে দিতে পারিবেন।

২০। অপরাধসমূহ। এই আইনের অধীনে কোন কিছু সংগ্রহ বা কোন কিছু করা হইতে বিরত রাখিবার উদ্দেশ্যে যদি কোন ব্যক্তি কোন আবশ্যকীয় সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান করেন যাহা মিথ্যা এবং যাহা তিনি মিথ্যা মর্মে জানেন বা যাহা মিথ্যা মর্মে বিশ্বাস করার যুক্তিসংগত কারণ তাহার রহিয়াছে তবে তিনি দন্ডবিধির ১৭৭ ধারায় বর্ণিত অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হইবেন।

২১। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা। (১) সরকার সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন জারী করিয়া এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষ করিয়া এবং উপরে বর্ণিত ক্ষমতার সাধারণ্যকে খর্ব না করিয়া উপরে প্রণীত বিধিতে সরকার অত্র আইনের ধারাসমূহকে কার্যকরী করার ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

২২। রহিতকরণ। অত্র আইনের ২১ ধারার অধীনে প্রণীত বিধিমালা বাংলদেশ গেজেটে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে বাংলাদেশ নাগরিকত্ব (অস্থায়ী বিধান) আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সালের ১৪৯ নং পি.ও) এবং পাকিস্তান নাগরিকত্ব আইন, ১৯৫১ (১৯৫১ সালের ২ নং আইন) রহিত হইবে।